বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৮-২৪৫

তারিখঃ ১০ বৈশাখ ১৪২৫ / ২৩ এপ্রিল ২০১৮

পরিপত্র-৭

বিষয়: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার, বহিরাগতদের অবস্থান রোধ, যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটগ্রহণের জন্য স্থাপিত ভোটকেন্দ্রসমূহের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা, ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত, নির্বাচনি কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং একইসংগে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিত করণার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবেঃ

০২। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক যানবাহন ব্যবহারঃ** ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা সম্বলিত পত্র জারি করা হবে। তবে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম তদারকি/পর্যবেক্ষণের স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টগণের ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্ত মাননীয় নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেনঃ

> "মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় প্রত্যেকে একটি করে গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন তার নির্বাচনি এলাকায় শুধুমাত্র একটি গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তার নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না।"

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় গাড়ি ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত শর্তাধীন গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। উল্লিখিত গাড়ি ব্যবহারের নিমিত্ত রিটার্নিং অফিসার গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করত প্রার্থীতপদে উল্লিখিত শর্তাধীনে গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারকারী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি গাড়িতে একটি করে ''প্রার্থী'' বা ''নির্বাচনি এজেন্ট'' সম্বলিত স্টিকার লাগাবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে চাহিদা মোতাবেক স্টিকার সরবরাহ করা হবে। তাছাড়া অনুমতি পত্রটিও প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের সাথে রাখতে হবে। উল্লিখিত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে। নির্বাচনি এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে রাখবেন।

০৩। **বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধঃ ১৫ মে ২০১৮** তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যারা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নন তাদের **১২ মে ২০১৮** তারিখ রাত ১২.০০ টার পূর্বেই উক্ত নির্বাচনি এলাকা ছাড়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

০৪। **অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়াঃ** নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তাকে উক্ত নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

০৫। **ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ব্যালট পেপার ও খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদর্শনঃ** সকল ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত আধঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দেখিয়ে সিল/লক করত ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে যথানিয়মে ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করতে হবে।

০৬। **ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ দূরত্বের মধ্যে ক্যাম্প স্থাপন না করাঃ** কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কাউকে ক্যাম্প স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৫(১)(ঘ) বিধিতে বর্ণিত রিটার্নিং অফিসারের এখতিয়ার ক্ষুণ্ন করবে না।

০৭। **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিবিড় টহলদানঃ** ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সে পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। **গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করাঃ** গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং কোন প্রকার সহিংসতা বা নীতি গর্হিত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৯। **সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞাঃ** নির্বাচন সংশ্লিষ্ট গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় **১৪ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা হতে ১৫ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত কতিপয় স্থলযানবাহন যেমন- বেবীট্যাক্সি/ অটোরিক্সা, ট্যাক্সি ক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস, ট্রাক, টেম্পো চলাচলের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকায় **১৩ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা হতে ১৬ মে ২০১৮ তারিখ সকাল ৬:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

১০। **ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদানঃ** সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনি অনিয়ম রোধ এবং তাৎক্ষণিক বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। **বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণঃ** নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব হতে যাতে অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করেন সে জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবেন।

১২। **ফলাফলের সত্যায়িত কপি সরবরাহঃ** নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা শেষে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক উপস্থিত প্রার্থী/এজেন্টকে ভোটগণনার ফলাফল বিবরণীর সত্যায়িত কপি বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী বিতরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভোটগণনার বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এর স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা প্রিজাইডিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

১৩। **ভোটের সংখ্যা অংকে ও কথায় লেখাঃ** ভোটগণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ফরম-ঞ-১ এবং ফরম-ঞ-২ এর ৪ নং কলামে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং (১), (২) ও (৩) নং ক্রমিকে যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা, অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা এবং বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভোট গণনার বিবরণীতে কোনরূপ ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া, উপরিলিখন, অনুলিখন, ইত্যাদি করা যাবে না। প্রয়োজন হলে এক টানে কেটে অনুস্বাক্ষর করে নতুনভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১৪। **অনুপস্থিতির বিবরণ লিপিবদ্ধকরণঃ** যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিবরণ লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে।

১৫। **ভোটগণনার বিবরণী টাংগিয়ে প্রকাশ করাঃ** প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্রেই বিধি বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনা করবেন। ভোটগণনার পর ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক এর একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে বা দর্শনীয় স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। দুই কপি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন। এক কপি নিজের কাছে রাখবেন। এক কপি বিশেষ খাম যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি প্যাকেটে ভরে সংশ্লিষ্ট বস্তায় রাখবেন।

১৬। **ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ভোট গণনার বিবরণীঃ** প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে খুলে সে ভোটকেন্দ্রের ভোটগণনার বিবরণী পড়ে শুনাবেন। অতঃপর ফলাফল একীভূত করে প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৭। **নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০টা হতে রাত ১২.০০ **ঘটিকা** এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২.০০ **ঘটিকা** হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ সমন্বিতরূপে **১৩ মে ২০১৮** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ **ঘটিকা** হতে **১৭ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা উহাতে যোগদান করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি উক্ত বিধান লংঘন করলে অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ০৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। বিষয়টি নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮। **বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানানোঃ** বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে ''তথ্য/ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র''-এ উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, স্থানীয় প্রেসক্লাব ও স্থানীয় বারের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিকে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১৯। **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নির্বাচনি সামগ্রী পৌঁছানোঃ** ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্বরিৎভাবে ভোটকেন্দ্র হতে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি সামগ্রী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে।

২০। **প্রার্থীর উপস্থিতিতে ফলাফল একীভূত করাঃ** ফলাফল একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করবেন।

২১। **একীভূত বিবরণীর অনুলিপি সরবরাহঃ** ফলাফল এর একীভুত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাঁর এজেন্টকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী সরবরাহের স্বীকৃতিস্বরূপ একীভুত বিবরণীর মূলকপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দরখাস্ত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা রিটার্নিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

২২। **বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম এবং অন্যান্য ফরমঃ** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী, নির্ধারিত প্রার্থীদের ফলাফল ফরম সরবরাহ করা হবে। এ সকল ফরম ঘাটতি হলে বা এ সকল ফরমের পরিবর্তে একই নমুনার ফরম কম্পিউটারে তৈরি করেও ফরমের কাজ চালানো যাবে।

২৩। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে উল্লিখিত নির্দেশনাবলী যাতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২৪। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৩/৪/২০১৮

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
যুগ্ম সচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক

১) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

২) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা
ও
রিটার্নিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৮-২৪৫

তারিখঃ ১০ বৈশাখ ১৪২৫ / ২৩ এপ্রিল ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/খুলনা বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১০. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা/খুলনা রেঞ্জ
১১. পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর/খুলনা
১৭. পুলিশ সুপার, গাজীপুর/খুলনা
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার,.....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২১. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, গাজীপুর/খুলনা

২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার- এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ...., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ....(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২৬. উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,..........................(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা..........................(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৬.০৪.১৮

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৫০০৭৫৫৮
০১৮১৭৬৭৫১৭৩ (মোবাইল)
E-mail: forhadhossain_ecs@yahoo.com

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৮-২৪৫

তারিখঃ ১০ বৈশাখ ১৪২৫ / ২৩ এপ্রিল ২০১৮

পরিপত্র-৭

বিষয়: গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন উপলক্ষে মেয়র, সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর এবং সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার, বহিরাগতদের অবস্থান রোধ, যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা, নিরাপত্তা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, নির্বাচন কমিশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণের জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বদ্ধপরিকর। নির্বাচন সংশ্লিষ্ট এলাকায় ভোটগ্রহণের জন্য স্থাপিত ভোটকেন্দ্রসমূহের ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ, ভোটগণনা, ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত, নির্বাচনি কাগজপত্রাদি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ এবং একইসংগে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ইত্যাদি নিশ্চিত করণার্থে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করতে হবেঃ

০২। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট কর্তৃক যানবাহন ব্যবহারঃ** ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। এ বিষয়ে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা সম্বলিত পত্র জারি করা হবে। তবে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম তদারকি/পর্যবেক্ষণের স্বার্থে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং নির্বাচনি এজেন্টগণের ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন ব্যবহারের নিমিত্ত মাননীয় নির্বাচন কমিশন নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেনঃ

> "মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তার নির্বাচনি এজেন্ট ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় প্রত্যেকে একটি করে গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন তার নির্বাচনি এলাকায় শুধুমাত্র একটি গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে তার নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না। সাধারণ আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট কোন গাড়ি/যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না।"

মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটগ্রহণের দিন নির্বাচনি এলাকায় গাড়ি ব্যবহারের জন্য আবেদন করলে রিটার্নিং অফিসার উল্লিখিত শর্তাধীন গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। উল্লিখিত গাড়ি ব্যবহারের নিমিত্ত রিটার্নিং অফিসার গাড়ির নম্বর ও ড্রাইভারের নাম রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করত প্রার্থীতপদে উল্লিখিত শর্তাধীনে গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবেন। গাড়ি/যানবাহন ব্যবহারকারী প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট প্রতিটি গাড়িতে একটি করে ''প্রার্থী'' বা ''নির্বাচনি এজেন্ট'' সম্বলিত স্টিকার লাগাবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে চাহিদা মোতাবেক স্টিকার সরবরাহ করা হবে। তাছাড়া অনুমতি পত্রটিও প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্টের সাথে রাখতে হবে। উল্লিখিত বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের অবহিত করতে হবে। নির্বাচনি এজেন্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত ছবিসহ পরিচয়পত্র বুকে ঝুলিয়ে রাখবেন।

০৩। **বহিরাগতদের অবস্থান নিষিদ্ধঃ ১৫ মে ২০১৮** তারিখে অনুষ্ঠেয় নির্বাচন প্রভাবমুক্ত, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে যারা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নন তাদের **১২ মে ২০১৮** তারিখ রাত ১২.০০ টার পূর্বেই উক্ত নির্বাচনি এলাকা ছাড়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনি সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

০৪। **অভিযোগ উত্থাপিত হলে নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দেয়াঃ** নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থী কর্তৃক সুনির্দিষ্ট লিখিত অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং অভিযোগের সারবত্তা সম্পর্কে সন্তুষ্ট হলে তাকে উক্ত নির্বাচনি দায়িত্ব হতে অব্যাহতি দিতে হবে।

অফিসের ঠিকানাঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইলঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেসঃ www.ecs.gov.bd

০৫। **ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্বে ব্যালট পেপার ও খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রদর্শনঃ** সকল ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার অন্তত আধঘণ্টা পূর্বে প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী অথবা তাদের নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্টগণকে খালি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স দেখিয়ে সিল/লক করত ভোটগ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে যথানিয়মে ভোটগ্রহণের কাজ শুরু করতে হবে।

০৬। **ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ দূরত্বের মধ্যে ক্যাম্প স্থাপন না করাঃ** কোন ভোটকেন্দ্রের ৪০০ (চারশত) গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তার পক্ষে কাউকে ক্যাম্প স্থাপন করতে দেয়া যাবে না। তবে এ নিষেধাজ্ঞা স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৫(১)(ঘ) বিধিতে বর্ণিত রিটার্নিং অফিসারের এখতিয়ার ক্ষুণ্ন করবে না।

০৭। **আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নিবিড় টহলদানঃ** ভোটদানের জন্য ভোটারগণ যাতে নির্বিঘ্নে ও স্বচ্ছন্দে ভোটকেন্দ্রে আসতে পারেন, সে পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী ভ্রাম্যমাণ ইউনিটসমূহ কর্তৃক নিবিড় টহলদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৮। **গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করাঃ** গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং গুরুত্বপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার এবং কোন প্রকার সহিংসতা বা নীতি গর্হিত কার্যকলাপ যাতে সংঘটিত না হয় তার জন্য সতর্ক থাকার জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

০৯। **সিটি কর্পোরেশন এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞাঃ** নির্বাচন সংশ্লিষ্ট গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় **১৪ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা হতে ১৫ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত কতিপয় স্থলযানবাহন যেমন- বেবীট্যাক্সি/ অটোরিক্সা, ট্যাক্সি ক্যাব, মাইক্রোবাস, জিপ, পিকআপ, কার, বাস, ট্রাক, টেম্পো চলাচলের উপর সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। এছাড়া সিটি কর্পোরেশন এলাকায় **১৩ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২:০০ ঘটিকা হতে ১৬ মে ২০১৮ তারিখ সকাল ৬:০০ ঘটিকা** পর্যন্ত মোটর সাইকেল চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে।

১০। **ম্যাজিস্ট্রেটকে দায়িত্ব প্রদানঃ** সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ নির্বাচনি অনিয়ম রোধ এবং তাৎক্ষণিক বিচারব্যবস্থা ইত্যাদির প্রয়োজনে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১১। **বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণঃ** নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব হতে যাতে অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ অস্ত্রসহ চলাচল না করেন সে জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবেন।

১২। **ফলাফলের সত্যায়িত কপি সরবরাহঃ** নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভোটকেন্দ্রে ভোটগণনা শেষে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক উপস্থিত প্রার্থী/এজেন্টকে ভোটগণনার ফলাফল বিবরণীর সত্যায়িত কপি বাধ্যতামূলকভাবে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী বিতরণের স্বীকৃতিস্বরূপ ভোটগণনার বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট এর স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা প্রিজাইডিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

১৩। **ভোটের সংখ্যা অংকে ও কথায় লেখাঃ** ভোটগণনার বিবরণী ফরম-ঞ, ফরম-ঞ-১ এবং ফরম-ঞ-২ এর ৪ নং কলামে প্রত্যেক প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা এবং (১), (২) ও (৩) নং ক্রমিকে যথাক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত বৈধ ভোটের মোট সংখ্যা, অবৈধ (বাতিল) ভোটের সংখ্যা এবং বৈধ ও অবৈধ (বাতিল) ভোটের মোট সংখ্যা অংকে ও কথায় স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। উল্লেখ্য যে, ভোট গণনার বিবরণীতে কোনরূপ ঘষামাজা, কাটাছেঁড়া, উপরিলিখন, অনুলিখন, ইত্যাদি করা যাবে না। প্রয়োজন হলে এক টানে কেটে অনুস্বাক্ষর করে নতুনভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

১৪। **অনুপস্থিতির বিবরণ লিপিবদ্ধকরণঃ** যদি কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট ভোটগণনার সময় উপস্থিত না থাকেন অথবা কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ভোটকেন্দ্রে কোন নির্বাচনি এজেন্ট অথবা পোলিং এজেন্ট নিয়োজিত না করেন তবে উক্তরূপ অনুপস্থিতির বিবরণ লিখিতভাবে রেকর্ড করতে হবে।

১৫। **ভোটগণনার বিবরণী টাংগিয়ে প্রকাশ করাঃ** প্রিজাইডিং অফিসার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/এজেন্টের উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্রেই বিধি বিধৃত পদ্ধতি অনুসারে ভোটগণনা করবেন। ভোটগণনার পর ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং উক্ত বিবরণীর মূল কপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক এর একটি কপি সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রের নোটিশ বোর্ডে বা দর্শনীয় স্থানে টাংগিয়ে দিবেন। দুই কপি রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দিবেন। এক কপি নিজের কাছে রাখবেন। এক কপি বিশেষ খাম যোগে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন এবং এক কপি প্যাকেটে ভরে সংশ্লিষ্ট বস্তায় রাখবেন।

১৬। **ভোটকেন্দ্র ভিত্তিক ভোট গণনার বিবরণীঃ** প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে ভোটগণনার বিবরণী প্রাপ্তির পর রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের উপস্থিতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা প্রার্থীর এজেন্টদের সম্মুখে খুলে সে ভোটকেন্দ্রের ভোটগণনার বিবরণী পড়ে শুনাবেন। অতঃপর ফলাফল একীভূত করে প্রাথমিক ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১৭। **নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধঃ** স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০ এর ৭৪ বিধি অনুসারে ভোটগ্রহণ শুরুর পূর্ববর্তী ৩২ ঘণ্টা, ভোটগ্রহণের দিন সকাল ৮.০০টা হতে রাত ১২.০০ **ঘটিকা** এবং ভোটগ্রহণের দিন রাত ১২.০০ **ঘটিকা** হতে পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা অর্থাৎ সমন্বিতরূপে **১৩ মে ২০১৮** তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ **ঘটিকা** হতে **১৭ মে ২০১৮ তারিখ দিবাগত মধ্যরাত ১২.০০ ঘটিকা** পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোন ব্যক্তি কোন জনসভা আহবান, অনুষ্ঠান বা উহাতে যোগদান করতে এবং কোন মিছিল বা শোভাযাত্রা সংঘটিত করতে বা উহাতে যোগদান করতে পারবেন না। কোন ব্যক্তি উক্ত বিধান লংঘন করলে অন্যূন ০৬ (ছয়) মাস ও অনধিক ০৭ (সাত) বৎসর কারাদন্ডে দন্ডনীয় হবেন। বিষয়টি নির্বাচনি এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে এবং ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৮। **বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে বিভিন্ন প্রতিনিধিকে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানানোঃ** বেসরকারি প্রাথমিক ফলাফল প্রচারকালে ''তথ্য/ফলাফল সংগ্রহ ও পরিবেশন কেন্দ্র''-এ উপস্থিত থাকার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী/তাঁদের নির্বাচনি এজেন্ট, স্থানীয় প্রেসক্লাব ও স্থানীয় বারের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অথবা তাহাদের প্রতিনিধিকে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক লিখিতভাবে আমন্ত্রণ জানাতে হবে।

১৯। **আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নির্বাচনি সামগ্রী পৌঁছানোঃ** ভোটগ্রহণ ও ভোটগণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসারগণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ত্বরিৎভাবে ভোটকেন্দ্র হতে ভোটগণনা বিবরণী ও সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি সামগ্রী রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করতে হবে।

২০। **প্রার্থীর উপস্থিতিতে ফলাফল একীভূত করাঃ** ফলাফল একত্রীকরণের উদ্দেশ্যে তারিখ, সময় এবং স্থান উল্লেখপূর্বক তদনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনি এজেন্টগণকে উপস্থিত থাকার লক্ষ্যে একটি লিখিত নোটিশ দিবেন এবং উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নির্বাচনি এজেন্টগণের সম্মুখে, প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক প্রেরিত গণনার ফলাফল একত্রীকরণ করবেন।

২১। **একীভূত বিবরণীর অনুলিপি সরবরাহঃ** ফলাফল এর একীভুত বিবরণীর সত্যায়িত অনুলিপি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কিংবা তাঁর এজেন্টকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। উক্তরূপ বিবরণী সরবরাহের স্বীকৃতিস্বরূপ একীভুত বিবরণীর মূলকপিতে উপস্থিত প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্টের স্বাক্ষর অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যদি কেহ কোন কারণে স্বীকৃতিস্বরূপ দরখাস্ত করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তবে তা রিটার্নিং অফিসারকে মূল কপিতে রেকর্ড করতে হবে।

২২। **বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভূত বিবরণী ফরম এবং অন্যান্য ফরমঃ** নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের বৈধ ভোটের বিবরণী, ফলাফল একীভুত বিবরণী, নির্ধারিত প্রার্থীদের ফলাফল ফরম সরবরাহ করা হবে। এ সকল ফরম ঘাটতি হলে বা এ সকল ফরমের পরিবর্তে একই নমুনার ফরম কম্পিউটারে তৈরি করেও ফরমের কাজ চালানো যাবে।

২৩। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে উল্লিখিত নির্দেশনাবলী যাতে বিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিপালিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

২৪। এ পরিপত্রের প্রাপ্তি স্বীকারের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৩/৪/২০১৮

(ফরহাদ আহাম্মদ খান)
যুগ্ম সচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন পরিচালনা-২
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
০১৭১৫০০০৭৪৯ (মোবাইল)
E-mail: forhadakecs2015@gmail.com

সংযুক্তঃ বর্ণনা মোতাবেক

১) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা
ও
রিটার্নিং অফিসার, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

২) আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা অঞ্চল, খুলনা
ও
রিটার্নিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, ২০১৮

নং- ১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৭.০০৪.১৮-২৪৫

তারিখঃ ১০ বৈশাখ ১৪২৫ / ২৩ এপ্রিল ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়/মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
২. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় / স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৪. সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/তথ্য মন্ত্রণালয়/অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়/ নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫. সচিব, জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা
৬. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, বিজিবি/কোস্টগার্ড/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাপিড এ্যাকশান ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), ঢাকা
৮. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৯. বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/খুলনা বিভাগ ও আপিল কর্তৃপক্ষ
১০. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক, ঢাকা/খুলনা রেঞ্জ
১১. পুলিশ কমিশনার, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ, খুলনা
১২. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৩. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৪. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ]
১৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. জেলা প্রশাসক, গাজীপুর/খুলনা
১৭. পুলিশ সুপার, গাজীপুর/খুলনা
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/ জেলা নির্বাচন অফিসার,.....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২০. জেলা নির্বাচন অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট)

২১. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, গাজীপুর/খুলনা

২২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার- এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব ....., এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

২৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .....(সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা

২৬. উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা,.....(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার

২৭. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা.....(সংশ্লিষ্ট) থানা।

২৬.০৪.১৮

(মোঃ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব (চলতি দায়িত্ব)
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন ও ফ্যাক্স: ০২-৫৫০০৭৫৫৮
০১৮১৭৬৭৫১৭৩ (মোবাইল)
E-mail: forhadhossain_ecs@yahoo.com